গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
(ডিপিডিসি)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক- এর দপ্তর

ডিপিডিসি'র এপ্রিল ২০২৪ খ্রি. মাসের APA অগ্রগতি ও মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	আবদুল্লাহ নোমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সভার তারিখ	১৮ এপ্রিল ২০২৪খ্রি:
সভার সময়	সকাল ১০:৩০ ঘটিকা
স্থান	ভার্চুয়াল সভা (Zoom)।
উপস্থিতি	ডিপিডিসি’র নির্বাহী প্রকৌশলী / ম্যানেজার হতে সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তাদেরকে ঈদ-উল-ফিতর এর শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে জেনারেল ম্যানেজার (আইসিটি, এনার্জি এন্ড মিটারিং) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভায় ২০২৩-২৪ খ্রি. অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন সূচক (APA) এর অগ্রগতি ও বিগত মার্চ, ২০২৪ খ্রি. মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভা পর্যালোচনা করে প্রায় সকল আলোচ্যসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়:

আলোচ্যসূচি-০১:সিস্টেম লস

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভায় সিস্টেম লস কমানো, ম্যজিস্ট্রেট ড্রাইভ, অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পেনাল বিল আদায় এর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	ক) APA ২০২৩-২৪ এ সিস্টেম লস এরলক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণ সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। খ) CSS সহ সকল outsourcing জনবলের তথ্য প্রস্তুতকৃত এইচআরএম সফটওয়্যার এ ইনপুট করতে হবে এবং তাদেরকে চুক্তি অনুসারে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। গ) সিস্টেম লস কমানোর লক্ষ্যে ও ডিপিডিসি'র রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির স্বার্থে প্রত্যেক মাসে প্রতি এনওসিএস জোনে কমপক্ষে ০১ টি স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ড্রাইভ পরিচালনা করতে হবে। ০৩ এনওসিএস জোনের প্রধান প্রকৌশলী স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ড্রাইভ কার্যক্রম এর অর্জিত ফলাফল বিস্তারিতভাবে পরবর্তী সমন্বয় সভায় অবহিত করবে। এছাড়াও অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার প্রতিরোধের জন্য প্রত্যেক এনওসিএস ডিপিডিসি’র স্পেশাল টাস্কফোর্স এর সহযোগিতায় এবং নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করবে। ঘ) এনওসিএস এর মিটার রিডারগণকে সঠিক, পরিষ্কার ও নির্ভুলভাবে মোবাইল স্ন্যাপ-শট এর মাধ্যমে মিটারের রিডিং বিলিং সিস্টেমে এন্ট্রি দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট এনওসিএস এর ফিডার ইনচার্জসহ নির্বাহী প্রকৌশলী বর্ণিত বিষয়টি নিবিড়ভাবে মনিটর করবেন। এর কোন ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্ট অফিসার ও নির্বাহী প্রকৌশলীগণ দায়ী থাকবেন।	প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/সাউথ/সেন্ট্রাল)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/নির্বাহী প্রকৌশলী সকল এনওসিএস)।

আলোচ্যসূচি-০২: CB Ratio / একাউন্টস রিসিবএবেল

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় accounts receivable ও সিবি রেশিওএর লক্ষ্যমাত্রাঅর্জন এর জন্য সকল এনওসিএসকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	ক) APA ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে CB Ratio/ একাউন্টস রিসিভেবলএর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণ সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। জোন ওয়ারী সিবি রেশিও ও accounts receivable এর টার্গেট fulfill করতে হবে।এনওসিএস জোনের প্রধান প্রকৌশলী ও এনওসিএস সার্কেল এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ বর্ণিত বিষয়টি সার্বিকভাবে তদারকি করবেন। খ) সিবি রেশিও এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ডিমান্ড চার্জ (পোস্টপেইড ও প্রিপেইড) বাড়ানোর জন্য লোড বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/সাউথ/সেন্ট্রাল)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

<u>আলোচ্যসূচি-০৩:</u>বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান ও আধা-সরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত / কর্পোরেশনসমূহের নিকট বকেয়া

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভায় বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান ও আধা-সরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত/কর্পোরেশনসমূহের নিকট হতে বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। বিহারী ক্যাম্পসমূহে undersized cable এর লাইনগুলো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বলে সভায় মন্তব্য করা হয়।	ক) সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে নিয়োজিত ডিপিডিসি'র স্ব স্ব ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের বকেয়ার পরিমাণ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য ডিপিডিসি'র আইসিটি দপ্তর থেকে সংগ্রহ করবেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান সমূহ (বিশেষ করে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, সুপ্রিম কোর্ট, এফডিসি, PWD, সিটি কর্পোরেশন, পুলিশ কোয়ার্টার, পুলিশ হাসপাতাল, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ওয়াসা, বিহারী ক্যাম্প, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইত্যাদি) এর সাথে এবং বকেয়া আদায়ে বিদ্যুৎ বিভাগের দায়িত্বরত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে বকেয়া আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। ডিপিডিসি’র ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীসহ সকল সরকারি সংস্থার বকেয়া আদায়ের বিষয়ে সচেষ্ট থাকবেন। খ) বার কাউন্সিলের বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে পরবর্তী ২ সপ্তাহে আরও ২টি নোটিশ প্রদান করতে হবে। বকেয়া আদায় না হলে অতঃপর বিধি মোতাবেক বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা নিতে হবে। গ) শ্যামলী, সিদ্ধিরগঞ্জ ও সাতমসজিদ এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণ নিজ এনওসিএস এর বিহারী ক্যাম্প সরেজমিনে পরিদর্শন করে এবং বিপিডিবি’র চট্টগ্রামের বিহারী ক্যাম্পে প্রিপেইড মিটার স্থাপনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জেনে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। ঘ) ডিপিডিসি'র অভ্যন্তরীণ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বর্ণিত খাতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন। ঙ) ২০২৩-২৪ এর সিবি রেশিও ও accounts receivable এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন) তিন এনওসিএস জোনের প্রধান প্রকৌশলীর সাথে আলোচনা করে জুন’২৪ এর মধ্যে সরকারি বকেয়া আদায়ের টার্গেট মে’২৪ এর মধ্যে নির্ধারণ করে দিবেন।	নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন)/প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/ সেন্ট্রাল/ সাউথ)/ জিএম, (আইসিটি)/ বর্ণিত বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ কনট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

আলোচ্যসূচি-০৪:এস্টিমেটেড বিল ও জিরো ইউনিট বিল, পেনাল/ সম্পূরক বিল, ডিস্পুটেড বিল ও খারাপ মিটার পরিবর্তন সংক্রান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সিস্টেম লস কমানোর স্বার্থে ও বিলিং সিস্টেম সহজীকরণের লক্ষ্যে নষ্ট মিটারগুলো অবিলম্বে পরিবর্তনসহ জিরো ইউনিটের বিল কমানোর বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	প্রত্যেক এনওসিএসকে আগামী মে, ২০২৪ খ্রি: মাসের মধ্যে তার আওতাধীন এলাকার সর্বমোট (জিরো কনসাম্পশন ও নষ্ট মিটার) গ্রাহক সংখ্যার ১০০ % গ্রাহক স্থাপনা সার্ভে করে নির্দিষ্ট ফর্মের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং দ্রুত প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যার এ ইনপুট করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, এনওসিএস (নর্থ/ সেন্ট্রাল/ সাউথ)/ তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ ডিজিএম, আইসিটি (রেভেনিউ)/ ম্যানেজার, আইসিটি (রেভেনিউ)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)

আলোচ্যসূচি-০৫:নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভায় জিএম, আইসিটি জানান যে, ০২ দিনের মধ্যে এলটি আবাসিক গ্রাহককে সংযোগ প্রদানের জন্য নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও কিছু এনওসিএস নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংযোগ প্রদান করতে পারছেনা যা অত্যন্ত দু:খজনক। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবাসিক গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করতে না পারলে এপির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হবেনা মর্মে সভায় আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়।	ক) আবাসিক (LT) বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ২ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে ডিমান্ড নোট ইস্যু করতে হবে। ডিমান্ড নোটের টাকা, মিটার ও সার্ভিস চার্জ জমা দেয়া সাপেক্ষে পরবর্তী ০২ কর্মদিবসের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্ট এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলী দায়ী থাকবেন। এনওসিএস জোনের প্রধান প্রকৌশলীগণ বর্ণিত বিষয়টি নিবিড়ভাবে মনিটর করবেন। খ) ১১ কেভি ও তদূর্ধ্ব ভোল্টেজের গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে সকল শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে আবেদনের ১৩ দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে ডিমান্ড নোট ইস্যু করতে হবে। ডিমান্ড নোটের টাকা জমা, সোলার প্যানেল স্থাপন, মিটার সরবরাহ, মিটার টেস্ট সম্পন্ন করা সাপেক্ষে পরবর্তী ০২ কর্মদিবসের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করতে হবে। এ নিয়মের ব্যত্যয় হলে এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ দায়ী থাকবেন এবং বাৎসরিক কর্মমূল্যায়ন রিপোর্টে প্রতিফলিত হবে। গ) ভেরিফিকেশনের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ পেন্ডিং আছে এমন আবেদন বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন) কারণ যাচাই করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ঘ) অসম্পূর্ণ/ভুল তথ্যের জন্য গ্রাহকের কাছে প্রেরিত আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর সংশোধিত তথ্যের জন্য সর্বোচ্চ ৩০ কর্মদিবস অপেক্ষা করা হবে। ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে সংশোধিত তথ্য পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট আবেদনটি গ্রাহককে এসএমএস প্রদান পূর্বক সিস্টেম কর্তৃক স্বয়ংকৃতভাবে বাতিল হবে। ঙ) পেন্ডিং আবেদনের এসএমএস OPS ডেস্কের সংশ্লিষ্ট এমপ্লয়িকে ও প্রদান করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/সাউথ/সেন্ট্রাল)/ তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ ডিজিএম, আইসিটি (রেভেনিউ)/ ম্যানেজার, আইসিটি (রেভেনিউ)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

আলোচ্যসূচি-০৬:প্রি-পেইড মিটার ও পোস্ট-পেইড মিটার সংক্রান্ত

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

পোস্ট-পেইড ও প্রি-পেইড মিটার গ্রাহক পর্যায়ে লোড ম্যানেজমেন্ট প্রয়োগ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এছাড়া ২০২৩-২৪ এর পরিকল্পনা মাফিক কোয়ার্টার ভিত্তিক প্রি-পেইড মিটার স্থাপনে সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক) আগামী জুন, ২৪ খ্রি: এর মধ্যে প্রি-পেইড গ্রাহকের পূর্বের পোস্ট-পেইড মিটারের সেপ্টেম্বর'২৩ পর্যন্ত বকেয়া ২৫.৬৩ কোটি টাকা থেকে কমপক্ষে ১৫ কোটি টাকা এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে আদায় করতে হবে। এই লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। খ) প্রত্যেক এনওসিএসকে সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধিদের সহায়তা নিয়ে স্ট্রীট লাইটের মিটারিং পয়েন্ট শনাক্ত করে স্ট্রীট লাইটের বিল আগামী মে, ২৪ খ্রি: এর মধ্যে আবশ্যিকভাবে মিটারিং এর আওতায় নিয়ে আসতে হবে। তিন জোনের প্রধান প্রকৌশলী পরবর্তী সমন্বয় সভায় এ সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রগতি অবহিত করবেন। গ) ডিপিডিসি'র রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির স্বার্থে খোলা বাজার অথবা ওটিএম কিংবা ডিপিএম পদ্ধতিতে থ্রি-ফেজ প্রি-পেইড মিটার ক্রয়ের বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন) মহোদয় সংশ্লিষ্ট ভেন্ডরের সাথে আলোচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এছাড়া সরকারি প্রতিষ্ঠান টেশিস এর মাধ্যমে থ্রি-ফেজ মিটার সরবরাহ করা হবে কীনা এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা পূর্বক পরবর্তীতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। ঘ) নতুন মূল্যহার অনুযায়ী AMI এর এনার্জি রেট, ডিমান্ড চার্জ ও রিবেট এবং প্রিপেইড সিস্টেমের ডিমান্ড চার্জ ও রিবেট ফেব্রুয়ারী'২৪ হতে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঙ) আজিমপুর-লালবাগ এর প্রথম ক্রয়কৃত ১০০০০ প্রিপেইড মিটারের উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য পরবর্তী সমন্বয় সভার পূর্বে নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন) একটি কমিটি গঠন করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/সাউথ/সেন্ট্রাল)/ প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি)/ জিএম, আইসিটি/ ডিজিএম, (আইসিটি ডেভেলপমেন্ট)/ রেভেনিউ/ প্রকল্প পরিচালক (৮.৫ লক্ষ স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মিটারিং)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চুক্তি ও ক্রয় সার্কেল)/ ম্যানেজার, (আইসিটি ডেভেলপমেন্ট)/ রেভেনিউ/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

<u>আলোচ্যসূচি-০৭:</u> GIS ম্যাপিং সংক্রান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভায় জিআইএস ম্যাপিং সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	ডিপিডিসি'র ২০২৩-২৪ অর্থবছরের APA অনুযায়ী জিআইএস ম্যাপিং সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ডিপিডিসি'র বিতরণ নেটওয়ার্কে বিভিন্ন প্রকল্প এবং প্রধান প্রকৌশলী (উন্নয়ন) দপ্তরের মাধ্যমে যে সকল উপকেন্দ্র এবং বিতরণ লাইন সংযোজিত হচ্ছে তার As-Built Drawing (সেপ্টেম্বর, ২৩ খ্রি: থেকে ,জানুয়ারি ২৪ খ্রি: পর্যন্ত) এর সফটকপি জিটুজি ও পিডিএসডিপি প্রকল্প কর্তৃক অবিলম্বে pd.gis@dpdc.org.bd এর ইমেইলে এবং হার্ডকপি জিআইএস ম্যাপিং প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী ডেভেলপমেন্ট/ সিস্টেম অপারেশন এন্ড স্ক্যাডা/ সকল প্রকল্প পরিচালক/ জিআইএস ম্যাপিং প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ডেভেলপমেন্ট ১ এবং ২।

<u>আলোচ্যসূচি-৮:</u>১১ কেভি ফিডার অটোমেশন ও SAIDI/SAIFI:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় সাস ও নন সাস সহ ১১ কেভি ফিডার অটোমেশনের বিষয়ে আলোচনা হয়।	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে সাস ও নন সাস সহ ৮০ টি ১১ কেভি ফিডার অটোমেশন করতে হবে। আগামী মে, ২০২৪ খ্রিঃ এর মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গ্রীড সাউথ সার্কেল ও সিস্টেম প্রটেকশনকে ৪০ টি (নন সাস) এবং ৪০ টি (সাস) সহ টোটাল ৮০ টি ১১ কেভি ফিডার অটোমেশন এর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (গ্রীড)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিস্টেম প্রটেকশন/ গ্রীড সাউথ)/ দীপক চন্দ্র রায়, ডেপুটি ম্যানেজার (আইসিটি)

আলোচ্যসূচি-০৯:স্টোর ম্যানেজমেন্ট, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টসফটওয়্যার ও স্টোরের মালামাল পরিস্থিতি

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভায় লোকাল স্টোরে মালামাল সঠিকভাবে ইস্যু করা, সেন্ট্রাল স্টোরের অব্যবহৃত মালামাল ও বিভিন্ন মালামালের ঘাটতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	ক) প্রত্যেক দপ্তরকে লোকাল স্টোরে মালামাল ইস্যুর সময়ে অথবা উক্ত দিন শেষে স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যারে ডাটা আবশ্যিকভাবে এন্ট্রি দিতে হবে যাতে সমন্বিত ইআরপির প্রকিউরমেন্ট মডিউল ও নতুন যুক্ত ইনভেন্টরি মডিউলে লোকাল স্টোরের ডাটা প্রতিফলিত হয়। খ) সেন্ট্রাল স্টোরে বিভিন্ন মালামাল দীর্ঘদিন যাবৎ অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে তা কোন দপ্তরের রিকুইজিশনের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছিল এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী (ডেভেলপমেন্ট) ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (স্টোর ম্যানেজমেন্ট) পর্যালোচনা করে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। গ) সকল লোকাল স্টোরকে পর্যায়ক্রমে স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যারের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান প্রকৌশলী (ডেভেলপমেন্ট)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট/ সিস্টেম সার্ভিসেস/ মিটারিং/ স্টোর ম্যানেজমেন্ট)/ ডিজিএম, ফিন্যান্স (অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এন্ড স্টোর একাউন্টিং)/ ম্যানেজার, (আইসিটি ডেভেলপমেন্ট)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)

আলোচ্যসূচি-১০: APP বাস্তবায়ন অগ্রগতি

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভায় নির্বাহী পরিচালক, অ্যাডমিন এন্ড এইচআর জানান যে, চলমান সংকটময় পরিস্থিতিতে ডিপিডিসি'র বাজেট স্বল্পতা থাকার কারনে কৃচ্ছ্তাসাধন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আপাতত: প্রয়োজনীয় ব্যয় ব্যতীত অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহার করে এপিপি revised করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কনট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্টকে এ ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	সকল দপ্তরকে নিজ নিজ ক্রয় পরিকল্পনা যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে। যেসকল দপ্তর ক্রয় কার্য সম্পাদন করেছে কিন্তু সিস্টেমে এন্ট্রি করেনি তাদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে এন্ট্রি করতে হবে। তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ ক্রয় কার্যক্রম স্থগিত করার লক্ষ্যে আগামী ৩১ শে মার্চ, ২০২৪ খ্রি: এর মধ্যে সিস্টেমে এপিপি ড্রপ করতে হবে। জুন/২০২৪ শেষ হওয়ার পূর্বেই এপিপি কার্যক্রম এর বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে হবে। তাছাড়া কোন এপিপি আইটেম (ক্রয়, কাজ ও ভৌত সেবা) বাস্তবায়ন সম্ভব না হলে অবিলম্বে তা ড্রপ করতে হবে। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী/ জেনারেল ম্যানেজার তার আওতাধীন কষ্ট সেন্টারসমূহ-কে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে। এরিমধ্যে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের APP ও ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত APP প্রণয়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (ডেভেলপমেন্ট)/ প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/ সেন্ট্রাল/ সাউথ)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (কনট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট)/ ম্যানেজার, আইসিটি ডেভেলপমেন্ট/ সকল দপ্তর প্রধান।

আলোচ্যসূচি-১১:অডিট আপত্তির জবাব প্রদান সংক্রান্ত আলোচনা:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি বিষয়ে আলোচনা হয়। CE North = সাধারণ 3টি, অগ্রীম 66 টি, রিপোর্টভূকত 63 টি মোট =132 টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রযেছে। CE South =সাধারণ 5 টি,অগ্রীম108 টি, রিপোর্ট ভূকত 61 টি অডিট আপত্তি মোট 174 টি অডিট আপততি অনিষ্পন্ন রযেছে। CE Central =সাধারণ1 টি, অগ্রীম 71টি, রিপোর্টভূকত 67 টি মোট 139 টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রযেছে।	ক) প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস) গণ কর্তৃক উক্ত আপত্তিসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তি মূলক জবাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) পিডিবি সময়ের 18টি অডিট আপত্তি রযেছে প্রায় 24 বছরের পুরাতন । এই 18টি আপত্তির নিষ্পত্তিমূলক জবাব আগামী 7 দিনের মধ্যে অডিট দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/ সেন্ট্রাল/ সাউথ)/ জিএম, অডিট/ ডিজিএম, (গভ: এন্ড রেভেনিউ অডিট)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

<u>আলোচ্যসূচি-১২:</u>নিরাপত্তা সংক্রান্ত:

ক্রমিক নং	আলোচ্যসূচী ও সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
(১)	**আউটসোর্সড নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে যারা অফিস ডিউটি করেন তাদেরকে প্রত্যাহার করা প্রসঙ্গে।** **সিদ্ধান্তঃ** সভায় জানানো হয় যে, যে সকল নিরাপত্তা প্রহরীগণ নিরাপত্তা প্রহরার পেশাগত দায়িত্ব ব্যতীত অন্যান্য কাজে নিয়োজিত থাকেন তাদেরকে চিহ্নিত করে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে বিদ্যুৎ ভবন সহ বিভিন্ন দপ্তরে অনেক আউটসোর্সড নিরাপত্তা প্রহরী রয়েছেন যারা নিরাপত্তা প্রহরীর দায়িত্ব পালন না করে অফিস সহায়কের ডিউটি পালন করেন। ইতোমধ্যেই । অধিকাংশ দপ্তর হতে এই ধরণের নিরাপত্তা প্রহরীকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। যেহেতু ইতোমধ্যেই ৩টি নতুন উপকেন্দ্র চালু হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে আরো হবে তাই ডিপিডিসি’র ব্যয় সংকোচনের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে তাদেরকে বিভিন্ন দপ্তর হতে প্রত্যাহার করে উপকেন্দ্রসমূহে পদস্থ করার বিষয়ে সভায় ঐক্যমত্য পোষণ করা হয়।	যে সব নিরাপত্তা প্রহরীগণ নিরাপত্তার কাজ বাদ দিয়ে অফিস সহায়কের কাজ করেন তাঁদেরকে পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করে নতুন নির্মিত স্থাপনাসমূহে পদস্থ করা হচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকবে।	ডিজিএম (এইচ আর), সিকিউরিটি।

(২)	**উলন ১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে ওয়াশরুম এবং রান্নাঘরের সুবিধাসহ মানসম্মত আনসার শেড নির্মাণ করা সংক্রান্তঃ** সভায় জানানো হয় যে "১গ" শ্রেণির কেপিআই উলন ১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রটিতে নিরাপত্তার জন্য ৬ জন নিরস্ত্র আনসার নিয়োজিত আছেন। স্থাপনার অভ্যন্তরে পিজিসিবি কর্তৃক ২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ কাজ শুরু হলে আনসারদের থাকার জন্য যে শেডটি ছিল তা ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং উক্ত স্থাপনার একটি গাড়ির গ্যারেজকে আপাতত আনসার শেড হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া হয়। আনসার সদস্যগণ এখন যেখানে বসবাস করছেন সেখানে কোন টয়লেট এবং কিচেন নেই যার ফলে তাঁদেরকে খুব কষ্ট করে রান্না এবং প্রাকৃতিক কর্ম সারতে হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী আনসার সদস্যদেরকে মানসম্মত শেড প্রদান করতে ডিপিডিসি কর্তৃপক্ষ অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিভিল ওয়ার্কস দপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে তাঁরা বাজেট প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে কাজটি করবেন মর্মে জানিয়েছেন। প্রায় ৬ মাসের অধিক সময় যাবত আনসার সদস্যগণ অনেক কষ্টে বসবাস করলেও অদ্যাবধি কাজটি শুরু হয়নি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী মর্মে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বাজেট প্রাপ্তির সাথে সাথে উলন ১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে আনসার শেড নির্মাণের জন্য জরুরী ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিভিল ওয়ার্কস, ডিপিডিসি।

(৩)	**উলন ১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র এলাকায় অবৈধভাবে বসবাসকারীদের উচ্ছেদের লক্ষ্যে বৈধ বসবাসকারীদের তালিকা চেয়ে পিডিবি এবং পিজিসিবি বরাবর পত্র প্রেরণ ও এলাকা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বন্টন(Allocation)/ সীমানা নির্ধারণ (Demarcation) পেপার চেয়ে পিজিসিবিকে পত্র প্রেরণ এবং আবাসিক এলাকায় বসবাসকারীদের জন্য পৃথক গেইট নির্মাণ সংক্রান্তঃ** সভায় জানানো হয় যে, বিগত ২০২০ খ্রি বিদ্যুৎ বিভাগের নির্দেশনানুযায়ী উলন ১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রেটি ডিপিডিসি’র নিকট হস্তান্তরিত হয় । উপকেন্দ্র এলাকার মোট ভূমি ৫.৮০ একর হতে পিজিসিবির ২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ১.৫০৬ একর জায়গা রেখে অবশিষ্ট ৪.২৯৪ একর যায়গার মালিকানা ডিপিডিসি’র নিকট হস্তান্তর করা হয়। পিজিসিবির উপকেন্দ্রটি ঠিক কোন জায়গায় নির্মাণ হবে তা এতদিন নির্ধারিত না হওয়ায় ডিপিডিসি’র অংশটুকু আলাদাভাবে চিহ্নিতকরণ করা হয়নি। এলাকা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বন্টন(Allocation)/ সীমানা নির্ধারণ (Demarcation) পেপার চেয়ে পিজিসিবিকে পত্র প্রেরণ করা জরুরী মর্মে সভায় গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়। **তাছাড়া** উপকেন্দ্রটির অভ্যন্তরে এতদিন ডিপিডিসি, পিডিবি এবং পিজিসিবির এমপ্লয়িদের জন্য আবাসিক কোয়ার্টার ছিল। পিজিসিবির উপকেন্দ্র নির্মাণের জন্য জায়গা নির্ধারণ করার পর কিছু কোয়ার্টার ভেঙ্গে ফেলা হয়। এগুলো ছাড়াও স্থাপনার অভ্যন্তরে টিনশেড আবাসিক কোয়ার্টার রয়েছে যেখানে পিডিবি এবং পিজিসিবির কিছু বৈধ বসবাসকারীর পাশাপাশি অনেক অবৈধ বসতি রয়েছে যা কেপিআই স্থাপনার নিরাপত্তার জন্য খুবই হুমকিস্বরূপ। স্থাপনার অভ্যন্তরে অবৈধ বসতি উচ্ছেদকল্পে পিডিবি এবং পিজিসিবির বৈধ বসকারীদের তালিকা সংগ্রহ করা জরুরী মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	পিজিসিবি কর্তৃক উপকেন্দ্র নির্মাণের স্থান নির্ধারিত হওয়ায় ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হলে তাঁদের অংশ (১.৫০৬ একর) বাদ দিয়ে ডিপিডিসি’র জন্য অবশিষ্ট অংশটুকু (৪.২৯৪ একর) চিহ্নিত করার লক্ষ্যে বন্টন (Allocation)/ সীমানা নির্ধারণ (Demarcation) পেপার চেয়ে পিজিসিবিকে পত্র দিতে হবে। বিদ্যমান আবাসিক কোয়ার্টার হতে অবৈধ বসতি উচ্ছেদের লক্ষ্যে পিডিবি এবং পিজিসিবির বৈধ বসবাসকারীদের তালিকা চেয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে। উক্ত তালিকা পাওয়ার ভিত্তিতে ডিপিডিসি’র জমিতে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা দ্রুত অপসারণ করতে হবে।	ডিজিএম (এইচ আর), এস্টেট এন্ড ট্রান্সপোর্ট এবং ডিজিএম (এইচ আর), সিকিউরিটি।
(৪)	নারায়ণগঞ্জ জেলা কমান্ড্যান্ট এর অধীনে ২টি স্থাপনায় নিয়োজিত আনসার ক্যাম্প হতে এপিসি প্রত্যাহারের এবং প্রধান প্রকৌশলী, এনওসিএস (সাউথ) এর দপ্তর এলাকায় (কিল্লারপুল) নিয়োজিত আনসার প্রত্যাহার সংক্রান্তঃ সভায় জানানো হয় যে, এপিসি প্রত্যাহারের বিষয়ে জেলা কমান্ড্যান্ট এর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং নারায়ণগঞ্জ জেলা কমান্ড্যান্ট এর অধীনে ২টি স্থাপনায় নিয়োজিত এপিসি প্রত্যাহার করা হয়েছে। প্রধান প্রকৌশলী, এনওসিএস (সাউথ) এর অফিস এলাকা কিল্লারপুল, নারায়ণগঞ্জ কেপিআইভুক্ত স্থাপনা না হওয়াতে উক্ত দপ্তর এলাকায় নিয়োজিত ১০ জন সশস্ত্র আনসার আগামী ০১ মে তারিখ হতে প্রত্যাহারের বিষয়ে জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, নারায়ণগঞ্জ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে সভায় উল্লেখ করা হয়।	১। প্রধান প্রকৌশলী, এনওসিএস (সাউথ) এর দপ্তর এলাকা নারায়ণগঞ্জ (কিল্লারপুল) হতে ১মে তারিখে আনসার প্রত্যাহারের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।	ডিজিএম (এইচ আর), সিকিউরিটি।

(৫)	**সিকিউরিটি গার্ডদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্তঃ** সভায় উল্লেখ করা হয় যে, আউটসোর্সড সিকিউরিটি গার্ডদের প্রায় ৭০-৮০% ইতোমধ্যেই আগের চুক্তিতে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। নতুন চুক্তিতেও প্রশিক্ষণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকায় ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজনের ব্যাপারে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পবিত্র ঈদুল ফিতরের পর প্রশিক্ষণ শুরু করার বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে মর্মে সভায় আলোচনা হয়। সভায় আরো জানানো হয় যে, গত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন যোগদানকারী ২ জন সিকিউরিটি গার্ডকে ইতোমধ্যে সিকিউরিটি দপ্তরে ৩ দিন রেখে প্রশিক্ষণ দিয়ে ডিউটি পোস্টে পাঠানোর বিষয়টি বাস্তবায়ন হয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত থাকবে। তাছাড়া বিভাগীয় সিকিউরিটি গার্ডদের রিফ্রেশার কোর্সের প্রস্তাব বেশ আগেই তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে কিন্তু প্রশিক্ষণ শিডিউলে খুব চাপ থাকায় এখনো তা সম্পন্ন হয়নি। তাছাড়া এনএসআই কর্তৃক আয়োজিত সিকিউরিটি কোর্সসমূহে ডিপিডিসি’র কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	১। দ্রুত সময়ের মধ্যে সিকিউরিটি গার্ডদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ২। ডিপিডিসি’র যে সকল কর্মকর্তা এনএসআই এর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত সিকিউরিটি কোর্সসমূহে এখনো অংশগ্রহণ করেননি তাদেরকে কোর্স করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং ৩। ডিপিডিসি’র বিভাগীয় সিকিউরিটি গার্ডদের রিফ্রেশার কোর্স এর আয়োজন করতে হবে।	১ ও ২ এর জন্য ডিজিএম (এইচ আর), সিকিউরিটি দপ্তর দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করবেন এবং ৩ এর জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট দপ্তর।
(৬)	**ডিপিডিসি’র আওতাধীন দপ্তর/স্থাপনাসমূহে পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা সংক্রান্তঃ** সম্প্রতি ডিপিডিসি’র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বিভিন্ন দপ্তর/স্থাপনা পরিদর্শনকালে পরিদর্শক দলের কাছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার যথেষ্ট ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলে রাখলে বিভিন্ন মশা মাছির উপদ্রব বৃদ্ধি পেতে পারে যার ফলে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুসহ বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পরা এবং এইসব পদার্থ সহজে দাহ্য হওয়ার কারণে বড় ধরণের অগ্নি দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে ও ভবনের মূল্যবান জিনিসপত্র নষ্ট হচ্ছে বিধায় সুস্থ কর্ম পরিবেশ ও নিরাপত্তার স্বার্থে দপ্তর/স্থাপনাসমূহ অবশ্যই নিয়মিতভবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরী মর্মে সভায় গুরত্বারোপ করা হয়।	দ্রুত সময়ের মধ্যে দপ্তর/স্থাপনাসমূহে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য সকল দপ্তর প্রধান অভিযান পরিচালনা করবেন এবং তা অব্যাহত রাখার জন্য দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণকে তা নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। ডিজিএম (এইচ আর), সিকিউরিটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজ মনিটরিং করবেন এবং নির্বাহী পরিচালক, অ্যাডমিন এন্ড এইচ মহোদয়কে অবহিত করবেন।	সকল দপ্তর প্রধান, ডিপিডিসি। ডিজিএম (এইচ আর), সিকিউরিটি।

আলোচ্যসূচি-১৩: ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভায় ডিপিডিসি’র আওতাধীন সকল দপ্তরের ই-নথি কার্যক্রম আলোচনা করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ডিপিডিসি-তে মোট নথির ৮০% ই-নথিতে নিষ্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা আছে। উক্ত অর্থবছরের ৩য় কোয়ার্টারে অর্থাৎ জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত মোট নথির সংখ্যা ৭,৯১৭টি। তন্মধ্যে ৭,৭৮৮টি ই-নথি ও ১২৯টি হার্ড নথি-তে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ মোট নথির ৯৮% ই-নথিতে নিষ্পন্ন হয়েছে।	ডিপিডিসি'র ২০২৩-২৪ অর্থবছরের APA এর বর্ণিত সূচকের লক্ষ্যমাত্রাঅর্জন করতে হবে। অধিকন্তু, ডিপিডিসিতে পেপারলেস অফিস বাস্তবায়নকল্পে ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তির হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করতে হবে।	ডিপিডিসি’র সকল দপ্তর

আলোচ্যসূচি-১৪:শুদ্ধাচার:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

শুদ্ধাচার এর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন বিষয়ে আলোচনা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ৩য় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত শুদ্ধাচার এর সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে বলে সভায় অবহিত করা হয়।	পোষাক প্রাপ্ত এমপ্লয়িগণ যেন সঠিকভাবে নিয়মিত পোষাক পরিধান করেন দপ্তর প্রধানগণ তা নিশ্চিত করবেন।	জিএম, (আইসিটি)/ প্রধান প্রকৌশলী (সিস্টেম অপারেশন এন্ড স্ক্যাডা)/ প্রধান প্রকৌশলী (গ্রীড)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিস্টেম প্রটেকশন)/ সংশ্লিষ্ট আইসিটি কর্মকর্তা।

এছাড়া সময় স্বল্পতার কারণে সমন্বয় সভার যে এজেন্ডাগুলো আলোচনা করা সম্ভব হয় নি, পূর্বের সমন্বয় সভায় আলোচিত এজেন্ডাগুলোর সিদ্ধান্তসমূহ অপরিবর্তিত ও পুনর্বহাল থাকবে। পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলের সু-স্বাস্থ্য কামনা করে সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আবদুল্লাহ নোমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

স্মারক নম্বর: ২৭.৮৭.০০০০.০০০.০৬.০০৫.২২.২২

তারিখ: ১৬ বৈশাখ ১৪৩১
২৯ এপ্রিল ২০২৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন এবং এইচ.আর/ ইঞ্জিনিয়ারিং/ অপারেশনস/ ফিন্যান্স/আইসিটি এন্ড প্রকিউরমেন্ট), ডিপিডিসি।

২) সকল প্রধান প্রকৌশলী/জেনারেল ম্যানেজার, ডিপিডিসি।

৩) সিসিও টু ম্যানেজিং ডিরেক্টর/ সকল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/ ডিজিএম , ডিপিডিসি।

৪) সকল নির্বাহী প্রকৌশলী/ম্যানেজার, ডিপিডিসি।

৫) জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (এইচ আর), ব্যবস্থাপনা পরিচালক- এর দপ্তর, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)

খন্দকার এ.এইচ.এম. জুলফিকার হায়দার
চিফ কোর্ডিনেশন অফিসার (সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার)